Naya Jamana Evening Edition..........9 October....adddddddd..._Layout 1 30-03-2026 15:33 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৫ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ৩০ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 30-03-2026 15:33 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৫ চৈত্র ।। ১৪৩২।। সোমবার ৩০ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

২০ বছরের প্রিয় কুর্সিকে বিদায়! মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন নীতীশ, বিহারে এবার শুরু বিজেপি-রাজ?

ইরানের হার নিশ্চিত? 'ওদের তেল কেড়ে নেবই' হুঙ্কার ট্রাম্পের

অধিকাংশ প্রার্থীকে পাড়ার লোকেও চেনে না', শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশানা করে বিজেপির অন্দরে বিদ্রোহ

এক ধাক্কায় ২৬৭ আধিকারিক বদল

ফের কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা কোর্টে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এক দিনে বিডিও এবং ওসি-সহ রাজ্যের ২৬৭ জন আধিকারিককে অপসারণ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। চলতি সপ্তাহেই এই হাই-ভোল্টেজ মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। ভোট ঘোষণার রাত থেকেই রাজ্যে পুলিশ ও প্রশাসনে বড়সড় রদবদল শুরু করেছে কমিশন। রবিবার একযোগে ১৭০টি থানার ওসি এবং ৮৩ জন বিডিও-কে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। তালিকায় রয়েছে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের মতো হাই-প্রোফাইল এলাকাও। মোট ১৮৪ জন পুলিশ আধিকারিক এবং ৮৩ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে (এআরও) এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। এই তালিকায় সব থেকে বেশি কোপ পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। সেখান থেকে ১৪ জন বিডিও ও এআরও-কে বদলি করা হয়েছে। এর ঠিক পরেই রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা,

যেখানে ১১ জন আধিকারিক অপসারিত হয়েছেন। আদালতে কমিশনের এই অতি-সক্রিয়তা নিয়ে কড়া সওয়াল করেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গণ-বদলির ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আদালতকে জানান, 'রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে এ ভাবে বদলি করা যায়'। রাজ্যে বর্তমানে এমন কোনও পরিস্থিতি আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। কেন এভাবে বেছে বেছে আধিকারিকদের সরানো হচ্ছে, তা নিয়ে আগে থেকেই আইনি লড়াই শুরু হয়েছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও ২৬৭ জনের নাম। অন্য দিকে, কমিশনও আদালতে নিজেদের যুক্তি সাজাতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে ভোটের মুখে বদলি-বিতর্ক এখন আইনি যুদ্ধের ময়দানে।

তালিকার অদৃশ্যতা নিয়ে চক্রান্তের

অভিযোগে সরব মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ জেলায় জেলায় ঘুরে বিধানসভা ভোটের প্রচার করছেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নারায়ণগড়ের সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, মেদিনীপুর স্বাধীনতা আন্দোলনের মাটি, এখানে স্বাধীনতার আগেই স্বাধীন সরকার হয়েছিল। এটা সংগ্রামের মাটি। আন্দোলনের মাটি। আমি এখানকার প্রত্যেকটা রাস্তাঘাট চিনি। সিপিএম এখানে অনেক খুন, অত্যাচার করেছে।এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই নির্বাচনী আবহে পশ্চিম মেদিনীপুরের মাটিতে রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নারায়ণগড়ের সভা থেকে তিনি একযোগে নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিরোধী দলগুলিকে নিশানা করেন। ভোটের আগে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।নারায়ণগড়ের সভা থেকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মমতা বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, চারটে তালিকা বেরিয়েছে বলা হলেও, বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না। এর পিছনে চক্রান্ত রয়েছে।কমিশনের সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদবদল নিয়েও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, আগে কখনও প্রশাসনে এভাবে ভাগাভাগি হয়নি, এখন দক্ষ অফিসারদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।উন্নয়ন ইস্যুতেও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, কেন্দ্র এক টাকাও দেয়নি। আমরাই দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়ে কাজ শুরু করেছি,;বলেন তিনি। এই প্রকল্পকে তিনি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি বলে উল্লেখ করেন এবং দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।রাজনৈতিক সহনশীলতার প্রশ্নে

নিজের সরকারের অবস্থানও স্পষ্ট করেন মমতা। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে বিরোধীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। কোনও মিছিল বা সভা আমরা আটকাই না, কারণ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি,; এই মন্তব্যে তিনি অতীতের বাম আমলের সঙ্গে তুলনাও টানেন। তাঁর অভিযোগ, সেই সময় মেদিনীপুরে বহু অত্যাচার ও খুনের ঘটনা ঘটেছিল।সম্প্রতি কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করেছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতা পাল্টা বলেন, প্রথম চার্জশিট হওয়া উচিত নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের বিরুদ্ধে। ওঁরা অশান্তি তৈরি করে ক্ষমতায় এসেছে।এই মন্তব্যে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট হয়।আধার পরিষেবা এবং নোটবন্দির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সাধারণ মানুষকে বারবার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। আগে নোটবন্দি, এখন ভোটবন্দি;এই মন্তব্যে তিনি বর্তমান নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি অভিযোগ করেন, আধার কার্ড পরিষেবায় অনিয়ম হলে টাকা ফেরত দেওয়া উচিত।রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, তৃণমূল সরকার ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত বিভাজন না করে সকলকে সমানভাবে সাহায্য করে। স্বাস্থ্যসাথী ও লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, এখানে কোনও শর্ত ছাড়াই সুবিধা দেওয়া হয়। অন্যদিকে বিজেপি শাসিত রাজ্যে একই ধরনের প্রকল্পে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী পরিবর্তন নিয়ে স্থানীয় অসন্তোষের প্রসঙ্গও এদিন উঠে আসে। এই বিষয়ে মমতা বলেন, দল চালাতে গেলে সকলকে সুযোগ দিতে হয়। কখনও সংখ্যালঘু, কখনও মহিলা; সবাইকে এগিয়ে আনতে হবে,;এই বার্তায় তিনি সংগঠনের ভারসাম্যের ওপর জোর দেন। একইসঙ্গে তিনি কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, টিকিট না পেলে বিরোধিতা করা উচিত নয়।উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়েছে প্রতিভা মাইতিকে। সভার শেষে আদিবাসী গানের তালে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে নাচে যোগ দেন মমতা।ছবি -সংগৃহীত

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 30-03-2026 15:33 Page 3

সপ্তাহে কতবার যৌন মিলনেই ঝরবে বাড়তি মেদ

নয়া জামানা ঃ ওজন কমানো ও বিশেষ করে পেটের অতিরিক্ত মেদ ঝরানো আজকের দিনে বহু মানুষের কাছে বড় উদ্বেগের বিষয়। সাধারণভাবে ব্যায়াম, হাঁটা, দৌড় কিংবা জিমের মতো শারীরিক পরিশ্রমকে ওজন কমানোর মূল উপায় হিসেবে ধরা হয়। তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, নিয়মিত যৌন জীবনও শরীরকে সক্রিয় রাখতে এবং ক্যালরি ঝরাতে সাহায্য করতে পারে। যদিও এটি কখনোই নিয়মিত ব্যায়ামের বিকল্প নয়, তবু একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অংশ হিসেবে যৌনতার ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। গবেষণা বলছে, যৌন সংসর্গের সময় শরীর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে। গড় হিসাবে ৩০ মিনিটের যৌন কার্যকলাপে পুরুষদের শরীর প্রায় ১০১ কিলোক্যালরি এবং মহিলাদের শরীর প্রায় ৬৯ কিলোক্যালরি শক্তি খরচ করে।

পুরুষদের তুলনামূলক বেশি লিন মাসল ও উচ্চ মেটাবলিক রেট থাকার কারণেই এই পার্থক্য দেখা যায়। সপ্তাহে এক বা দুইবার যৌন সংসর্গ করলে ক্যালরি ঝরানোর দিক থেকে তা মাঝারি মাত্রার শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। যৌনতার সময় হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, যা অনেকটা কার্ডিও এক্সারসাইজের মতো কাজ করে। হৃদস্পন্দন বাড়লে শরীর বেশি পরিমাণে ফ্যাট পোড়াতে সক্ষম হয়। ফলে সক্রিয় যৌন জীবন শরীরের সার্বিক চর্বি কমাতে সাহায্য করতে পারে, যার মধ্যে পেটের মেদও অন্তর্ভুক্ত। এই সময় শরীরে নিঃসৃত হয় অক্সিটোসিন নামের হরমোন, যাকে সাধারণত 'লাভ হরমোন' বলা হয়। এটি মানসিক চাপ কমাতে, মানুষের মধ্যে আবেগগত বন্ধন দৃঢ় করতে এবং কর্টিসল নামের স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, অক্সিটোসিন খিদে কমাতে পারে এবং বিশেষ করে মিষ্টি বা উচ্চ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের প্রতি আকর্ষণ কমায়। যদিও এই প্রভাব খুব অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়, তবু যৌনতার পর সাময়িকভাবে কম খাওয়ার প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে। ওজন কমানোর পাশাপাশি নিয়মিত যৌন জীবন শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। সপ্তাহে অন্তত একবার যৌন সম্পর্কে লিপ্ত ব্যক্তিদের শরীরে ইমিউনোগ্লোবুলিন এ নামের অ্যান্টিবডির মাত্রা বেশি পাওয়া গেছে, যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরকে সুরক্ষা দেয়। একই সঙ্গে কর্টিসল কমে যাওয়ায় ইমিউন সিস্টেমের ভারসাম্য বজায় থাকে। যৌনতা হৃদ্ স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী বলে মনে করা হয়। যদিও এটি হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এমন দাবি করা যায় না, তবু হৃদপিণ্ডকে সক্রিয় রাখতে ও সামগ্রিক শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে এর ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। এদিকে যৌনতা নিয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণাও বিজ্ঞান নাকচ করেছে। অনেকেই মনে করেন, যৌন সংসর্গের ফলে মহিলাদের নিতম্ব, উরু বা স্তনের আকার বেড়ে যায়। বাস্তবে এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময় শরীরে যে স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে, সেটিকেই অনেক সময় ভুল করে যৌনতার ফল বলে ধরে নেওয়া হয়। চিকিৎসা-বিষয়ক সাময়িকীতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিয়মিত যৌন সম্পর্ক, বিশেষ করে সপ্তাহে এক বা দুইবার, ভবিষ্যতে ইরেকটাইল ডিসফাংশনের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, যৌনতা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের একটি স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি ক্যালরি পোড়ায়, মানসিক চাপ কমায় এবং শরীরকে সক্রিয় রাখে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, সুস্থ থাকতে নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম অপরিহার্য, যৌনতা তার পরিপূরক হতে পারে, কিন্তু কখনোই বিকল্প নয়।

কলিযুগের 'যুধিষ্ঠির'!

জুয়া খেলায় বৌকেই বাজি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলায় এক তরুণী তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই নির্যাতন শুরু হয় এবং তা মাসের পর মাস ধরে চলে। নির্যাতনের চরম পর্যায়ে তাঁকে জুয়ার খেলায় 'পণ' হিসেবে রাখা হয় এবং পরে আটজন ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।ভুক্তভোগী মহিলা জানান, গত বছরের ২৪ অক্টোবর তাঁর বিয়ে হয় মীরাট জেলার খিওয়াই গ্রামের বাসিন্দা দানিশের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই তাঁর স্বামী মদ্যপান ও জুয়ায় আসক্ত ছিলেন এবং প্রায়শই মদ্যপ অবস্থায় তাঁকে মারধর করতেন। নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়ে যখন দানিশ নাকি এক জুয়ার খেলায় তাঁকে পণ হিসেবে বাজি রাখেন।মহিলার অভিযোগ, জুয়ার খেলায় হেরে যাওয়ার পর তাঁর স্বামী এবং অন্যান্য অভিযুক্তরা তাঁকে মারধর করে এবং জোর করে অন্য পুরুষদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে। তিনি দাবি করেছেন, ওই ঘটনায় আটজন ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছেন, গাজিয়াবাদের বাসিন্দা উমেশ গুপ্ত, মনু এবং অংশুল।অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। ভুক্তভোগী জানিয়েছেন, তাঁর শ্বশুরবাড়ির সদস্যরাও তাঁর ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছে। তাঁর স্বামীর দাদা শাহিদ তাঁকে ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ, পাশাপাশি তাঁর ননদের স্বামী শাকিনও জোর করে তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে বলে তিনি দাবি করেছেন। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগটি তাঁর শ্বশুর ইয়ামিনের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগীর বক্তব্য অনুযায়ী, ইয়ামিন তাঁকে ধর্ষণ করেন এবং বলেন, তুমি পণ নিয়ে আসোনি, তাই আমাদের কথামতো সব করতে হবে, আমাদের খুশি রাখতে হবে।নিজের যন্ত্রণার কথা জানাতে গিয়ে মহিলা বলেন, তবিয়ের পর থেকেই আমাকে পণের জন্য নির্যাতন করা হয়েছে। আমার স্বামী জুয়াড়ি ছিল, সে আমাকে জুয়ায় পণ রেখেছিল। তারপর আটজন আমাকে ধর্ষণ করে। আমার শ্বশুরও আমাকে ধর্ষণ করেছে এবং বলেছে, পণ না আনায় আমাকে সব মেনে নিতে হবে। দেওর ও ননদের স্বামীও আমাকে ধর্ষণ করেছে।তিনি আরও অভিযোগ করেন, গর্ভবতী হয়ে পড়ার পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে জোর করে গর্ভপাত করায়। এরপর তাঁর পায়ে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয় এবং তাঁকে একটি নদীতে ফেলে দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। ভুক্তভোগীর দাবি, পথচারীরা তাঁকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করেন বলেই তিনি প্রাণে বেঁচে যান।ঘটনার পর কোনওভাবে তিনি তাঁর বাপের বাড়িতে পৌঁছতে সক্ষম হন এবং পরিবারের কাছে পুরো ঘটনার বিবরণ দেন। বর্তমানে অভিযুক্তরা তাঁর বাবাকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।ন্যায়বিচারের দাবিতে ওই মহিলা বাগপতের পুলিশ সুপারের দপ্তরে আবেদন করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিনৌলি থানায় এই ঘটনায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নারী নিরাপত্তা, পণপ্রথা এবং পারিবারিক হিংসার মতো গুরুতর সামাজিক সমস্যাগুলি আবারও সামনে চলে এসেছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ।

হঠাৎ ব্যাঙ্কে ১০ কোটি টাকা!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন টাকা তুলতে। কিন্তু ব্যাঙ্ক বন্ধ দেখেই হতাশ। এরপর এটিএমে গিয়ে ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে, তা দেখার চেষ্টা করেন। ব্যাঙ্কের পাশবই আপডেট হতেই চক্ষু চড়কগাছ ছাপোষা, সাধারণ গৃহবধূর। রাতারাতি কোটিপতি হয়ে, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। এরপরই নেন চরম সিদ্ধান্ত। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মেইনপুরী জেলায়। জানা গেছে, দেবগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা রিতা। তাঁর স্বামী পেশায় কৃষক। চাষবাস করেই সংসার চলে তাঁদের। কোনও মতে খেতে পান। পরিবারের বাকিরাও চাষবাসের সঙ্গে জড়িত। দিন কয়েক আগেই, উৎসবের আবহে ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু উৎসবের কারণে স্থানীয় ব্যাঙ্ক সেদিন বন্ধ ছিল। হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরেছিলেন। বাড়ির কাছে হঠাৎ এটিএম-এ গিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেখার চেষ্টা করেন তিনি। এটিএম-এ দেখা যায়, তাঁর ব্যাঙ্কে কয়েক কোটি টাকা আছে। যা দেখেই রীতিমতো থ হয়ে যান ওই গৃহবধূ। কেন্দ্রীয় এক ব্যাঙ্কে তাঁর অ্যাকাউন্ট রয়েছে। দেখা গেছে, হঠাৎ তিনি ১০ কোটি টাকার মালিক। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ কোটি টাকা দেখেই ছুটতে ছুটতে বাড়িতে পৌঁছন রিতা। সবাইকে জানান বিষয়টি। যা শুনে রীতিমতো চমকে ওঠেন সকলে। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে না পেরে আবারও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চেক করেন তিনি। তখনও দেখা যায়, তাঁর ব্যাঙ্কে ১০ কোটি টাকা রয়েছে। রাতারাতি কোটিপতি হয়েও, উচ্ছ্বাস দেখাননি রিতা। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'এই টাকা আমার নয়। আমি এই টাকা ছুঁয়েও দেখব না।' এরপরই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। সাফ জানিয়ে দেন, ব্যাঙ্ক যেন এই টাকা ফিরিয়ে নেয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর ওই ম্যানেজার জানান, টেকনিক্যাল ইস্যুতেই ভুলবশত ওই ১০ কোটি টাকা রিতার অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কের এই ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। ম্যানেজার জানিয়েছেন, ব্যাঙ্কের এই সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে। অন্যদিকে রিতা সততার নজির গড়েছেন। কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে দেখেও, একটাকাও চুপিসারে সরিয়ে নেননি। বরং নির্দিষ্ট জায়গায় টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেন। রিতার এই সৎ সাহস, এহেন পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন গ্রামবাসীরা। আশীর্বাদ করেছেন তাঁকে অনেকে। ঘটনাটি ঘিরে জেলাতেও জোর চর্চা হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 30-03-2026 15:33 Page 4

রাতে টহলদারিতে লোকালয়ের মুখে থেকে ফিরল বাইসনের দল

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ রাতে নিয়মিত টহল দিচ্ছিল নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এনডাব্লিউএ-র সদস্যরা। সেই সময় হঠাৎই তারা দেখতে পান, নাথুয়াহাটের জলঢাকাডাঙ্গা চা বাগানের পশ্চিম খয়েরকাটা এলাকার দশ হাত কালী বাড়ির উল্টো দিকের চা বাগানের ভেতর থেকে প্রায় ১০ থেকে ১২টি বাইসনের একটি দল লোকালয়ের দিকে ঢোকার চেষ্টা করছে।পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন বনকর্মী ও এনডাব্লিউএ-র সদস্যরা। দ্রুত তারা বাইসনের দলটিকে লোকালয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেন। কিছুক্ষণ ধৈর্য ও কৌশল দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে দলটিকে ঘুরিয়ে আবার জঙ্গলের দিকে পাঠাতে সক্ষম হন। এনডাব্লিউএ-র সদস্য তপন রায় জানান, শেষ পর্যন্ত বাইসনের দলটি নিরাপদে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যায়। সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়ায় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং এলাকাবাসীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন।

অনুপ্রবেশকারী আতঙ্কে আত্মঘাতী যুবক

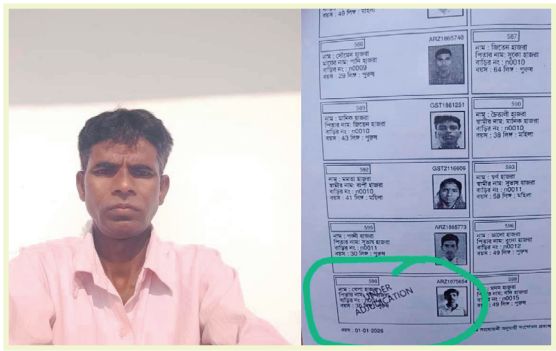

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ ভোটার তালিকা ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যে এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঁকসায়। পরিবারের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় নাম না ওঠা এবং অনুপ্রবেশকারী তকমার আতঙ্কেই বাড়ির ছেলে আত্মঘাতী হয়েছেন। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, কেউ ভয় পাবেন না, বৈধ ভোটারদের নাম উঠবেই।জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম খেপা হাজরা (৩৫)। পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর। এসআইআরের পর তাঁর নাম বিচারাধীন তালিকায় ওঠে। কিন্তু শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরেও সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম ওঠেনি। তখনও আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন অবস্থায় ছিল তাঁর নাম। পরিবার সূত্রে দাবি, নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি।শনিবার তাঁকে দীর্ঘক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। খোঁজাখুঁজি শুরু হতেই এলাকার মাঠের পাশ থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয় খেপা হাজরাকে। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকেরা জানান, তিনি বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। দু'দিন চিকিৎসার পর সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।মৃতের স্ত্রী বৃন্দা হাজরা বলেন, আমার স্বামী দিনমজুরের কাজ করত। কিন্তু যেদিন থেকে নাম ওঠেনি ভোটার তালিকায়, সেদিন থেকেই আতঙ্কে ভুগছিল। ভালো করে খাচ্ছিল না, কারও সঙ্গে কথা বলছিল না। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল। এর জন্য কমিশন দায়ী।এই ঘটনায় তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার বলেন, অনুপ্রবেশকারী বলে বলে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে। বৈধ নথি থাকা মানুষকেও মানসিক চাপে ফেলা হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি।অন্যদিকে জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, অন্যান্য রাজ্যেও এসআইআর হয়েছে, কোথাও এমন ঘটনা ঘটেনি। তৃণমূল বিভ্রান্ত করছে। তবে মানুষ ভয় পাবেন না, বৈধ ভোটারদের নাম তালিকায় উঠবেই।

চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান

নয়া জামানা, বানারহাট ঃ আজ, সোমবার বানারহাট এলাকায় একটি বড় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল বানারহাট থানা ও আবগারি দপ্তর। দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বেআইনিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে অত্যন্ত ক্ষতিকর চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি হচ্ছিল বলে অভিযোগ ছিল। সেই খবরের ভিত্তিতেই এদিন যৌথভাবে এই অভিযান সংগঠিত করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই চোলাই মদ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ বিপজ্জনক। তাই এই ধরনের বেআইনি কাজ বন্ধ করতে প্রশাসন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন রানারহাট থানার আইসি সুরজ থাপা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বড় পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও।এদিন মূলত শালবাড়ি ১ নম্বর এবং আংড়াভাষা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝামাঝি ম্যাচপাড়া এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। একাধিক বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ চোলাই মদ তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম, যেমন হাড়ি, কড়াইসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ বাজেয়াপ্ত করে। পাশাপাশি তোতাপাড়া এলাকাতেও অভিযান চালানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই গোপনে এই বেআইনি মদ তৈরির কাজ চলছিল, যা এলাকার সামাজিক পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব ফেলছিল। পুলিশের এই পদক্ষেপে এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং বেআইনি মাদক বা চোলাই মদের কারবারের বিরুদ্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টার, চাঞ্চল্যে

রাকেশ লাহা ,নয়া জামানা, আসানসোল ঃ জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বীজপুর তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের দেওয়ালে পড়ল তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং ও আরও দুই ব্যক্তির ছবি সহ কয়লা চোর হরেরাম লেখা পোস্টার।সোমবার সকালে দলীয় কার্যালয়ের বাইরে এমন পোস্টার সামনে আসতেই তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং।বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার নাম একাধিকবার সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। কখনও তার নামের সমর্থনে দেওয়াল লিখনে গোবরের প্রলেপ, কখনও ভরা জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে তার ছেলের বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী, কখনও আবার নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে জনসাধারণের ক্ষোভের মুখে প্রার্থী। তাছাড়াও বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী এবং তার ছেলেকে নিয়ে নিত্যদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধী পোস্ট লেগেই রয়েছে। যদিও এসব ঘটনার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির চক্রান্ত বলেই মন্তব্য করতে দেখা গেছে তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক হরে রাম সিং ও দলের কর্মী সমর্থকদের। ঠিক এরই মাঝে কয়লা চোর হরেরাম এমন পোস্টার জামুরিয়া ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বীজপুর দলীয় কার্যালয়ে পড়ায় শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।এমন ঘটনা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি চক্রান্ত বলেই দাবি করে পথ অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। ঘটনা প্রসঙ্গে জামুরিয়া ব্লক ১ এর সভাপতি সুব্রত অধিকারী জানান, এই ঘটনা বিজেপি সিপিএম এবং এনসিপি দলের যৌথ চক্রান্ত। তারা জোটবদ্ধভাবে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এছাড়াও তিনি বলেন বিজেপির কিছু ক্যাডার গভীর রাত্রি পর্যন্ত এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় তাণ্ডব করে বেড়ায়। তৃণমূলের উন্নয়নের সঙ্গে না পেরে তারা এ ধরনের কাজ করে বেড়াচ্ছে। এদিন তিনি প্রশাসনের কাছে দাবি রাখেন এ ধরনের কাজ যারা করছে তাদেরকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ বিজন মুখার্জি। তার কথাই বিজেপির প্রতিটি নেতা এবং কর্মী সমর্থক নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। বিজেপি কখনোই এমন কাজ করেনি এবং এ ধরনের কাজকেও তারা সমর্থন করেন না। এলাকায় তৃণমূল বিরুদ্ধ এমন কর্মকান্ড দলীয় গোষ্ঠী কোন্দলের প্রভাব বলেই দাবি করছেন বিজেপি প্রার্থী।বর্তমানে এমন ঘটনায় শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে ব্যাপক গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তে প্রশাসন।

চলল গুলি ! দুষ্কৃতী হামলায় রক্তাক্ত যমুনানগর

নয়া জামানা, যাদবপুর ভোটের আবহে উত্তপ্ত হয়ে উঠল যমুনানগর। সোমবার সকালে গুলি চলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব যাদবপুর থানার অন্তর্গত এই এলাকায়। ঘটনায় একাধিক স্থানীয় বাসিন্দা আহত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেপরোয়া বাইক চালানোকে কেন্দ্র করেই প্রথমে বিবাদের সূত্রপাত।

প্রতিবাদ করায় এক যুবকের উপর চড়াও হয় কয়েকজন দুষ্কৃতী। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

এমনকি তাঁর গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, যা এলাকায় আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তোলে।

এই ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্তদের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। অভিযোগ, এর জেরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং বাইরে থেকে দুষ্কৃতী ডেকে আনা হয়। এরপরেই এলাকায় শুরু হয় তাণ্ডব;ধারালো অস্ত্র নিয়ে একাধিক ব্যক্তির উপর হামলা চালানো হয়। কয়েকজনকে কোপ মারা হয়েছে বলেও অভিযোগ। পাশাপাশি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়।

এই অশান্তির মাঝেই গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। যদিও গুলি চলার ঘটনার সত্যতা এখনও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটের আগে এমন ঘটনায় শহরের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দের দাবি, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিয়ে এলাকায় স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনুক প্রশাসন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 30-03-2026 15:33 Page 5

আড়াইশো বছরের ইতিহাস নিয়ে

আজও দাঁড়িয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মহাবটবৃক্ষ

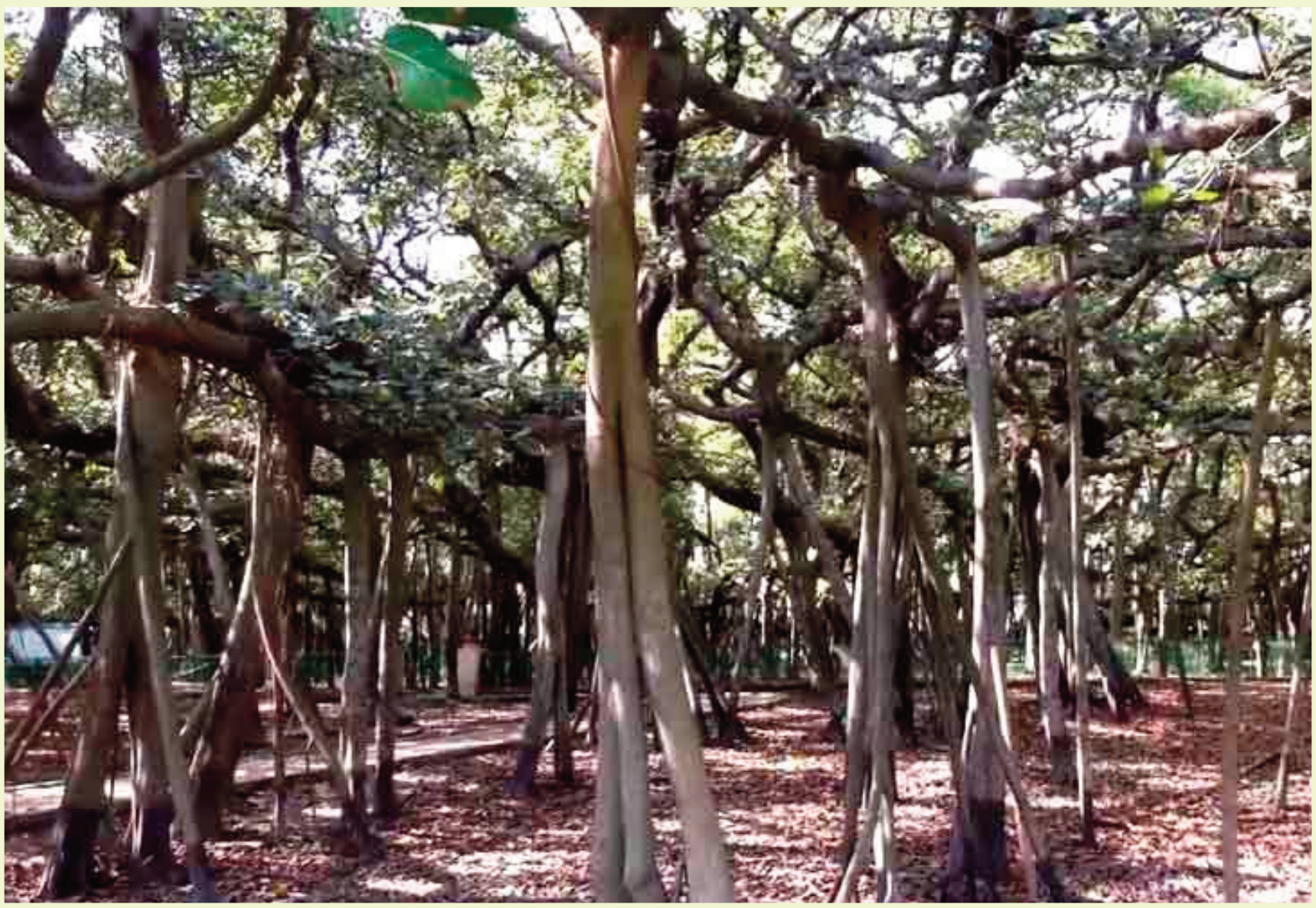

নয়া জামানা ডেক্স ঃ শীতের ছুটিতে বাঙালির অন্যতম গন্তব্য শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করেন সারা বছর। কেউ আসেন নেহাত বেড়ানোর আনন্দে, কেউ আসেন বিচিত্র সব গাছপালা দেখতে। যাঁরা উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদের খুব প্রিয় জায়গায় এই উদ্যান।ভারতে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। ১৮৮৭ সালে উদ্যানটি প্রতিষ্ঠা করলেন কোম্পানিরই এক সেনা আধিকারিক, নাম কর্নেল রবার্ট কিড। তিনি ছিলেন শখের উদ্ভিদবিদ। তাঁর ইচ্ছে ছিল, একটা উদ্যান তৈরি করে সেখানে চা, চন্দন, কফি, তামাক, নীল, দারুচিনি, ঢাকা কটন ইত্যাদি চাষ করবেন। হুগলি নদীর তীরে কলকাতার অপর পারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে উদ্যান স্থাপন করতে অনুমতি দেয়। কিড হলেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের সাম্মানিক সুপারিন্টেনডেন্ট। এই উদ্যানকে স্থানীয় মানুষ 'কোম্পানির বাগান' বলে ডাকত। তবে কিডের যে উদ্দেশ্য ছিল তা সফল হয়নি। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন মূলত বিষুব জলবায়ুর উদ্ভিদ চাষ করতে, কিন্তু, সেই গাছপালাগুলো ভারতের ক্রান্তীয় পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারেনি। কিড তারপর ইউরোপীয় গাছপালা আনেন, কিন্তু, সেগুলোরও পরিণতি একই রকম ঘটে। কিডের পর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেনডেন্ট হলেন উইলিয়াম রক্সবার্গ। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে জন হোপের কাছে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং ডক্টর অফ মেডিসিন ডিগ্রির অধিকারী ছিলেন। রক্সবার্গ দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতের নানা অঞ্চল থেকে প্রচুর গাছপালা এনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে তৈরি করেন হার্বেনিয়াম। তিনি প্রশিক্ষিত চিত্রশিল্পীদের দিয়ে প্রচুর ভারতীয় উদ্ভিদের ছবি আঁকানোর ব্যবস্থা করেন, যেগুলো উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় কাজে লাগত।

জর্জ কিং ছিলেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের শেষ সুপারিন্টেনডেন্ট। তার সময়ে সুপারিন্টেনডেন্ট নামটির বদলে কিং ও তাঁর উত্তরসূরীদের ডিরেক্টর বলে ঘোষণা করে সরকার। ১৮৮৭ সালে স্থাপিত হয় বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, যার সদর দপ্তর হয় এই বোটানিক্যাল গার্ডেন। ১৯৩৭ সালে গার্ডেনের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর নিযুক্ত হন কালীপদ বিশ্বাস। রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনে উদ্যানটির নাম হয়েছিল রয়্যাল ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৬৩ সালে তার নাম রাখা হল ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন। ২০০৯ সালে আবার গার্ডেনের নাম পাল্টে গেল। কিংবদন্তি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তার নাম রাখা হল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই উদ্যানটি এখন ভারত সরকারের বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে রয়েছে। তবে, বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালক পর্ষদের প্রশাসনিক সভায় পশ্চিমবঙ্গে সরকারের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়ে থাকেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে শাল, শিমূল, সেগুন, বট, অশ্বত্থ, মেহগনি, লবঙ্গ, জায়ফল, এবং আরও অনেক অনেক রকমের গাছ। ঔষধি গাছও আছে প্রচুর। তবে গার্ডেনের প্রধান আকর্ষণ ২৫০ বছরেরও বেশি পুরোনো বিশাল মহাবটবৃক্ষ। জানা যায়, একটি খেজুর গাছের মাথায় বট গাছটির বীজ পড়েছিল কোনোভাবে। খেজুর গাছের ওপরই তারপর বটগাছ জন্মায়, বেড়ে উঠতে থাকে, বিশাল আকারের হয়ে ওঠে। বটগাছের শাখাপ্রশাখা আর জুড়ির ফাঁসে মারা যায় সেই খেজুর গাছ। এখন প্রায় ৫ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত বটগাছের সাম্রাজ্য। ১৮৬৪ এবং ১৮৬৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে গাছটির কিছু হয়নি। শত শত ঝুরি নিয়ে এখনও সে যথেষ্ট প্রাণবন্ত। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।